দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... NOV 2 5 1999 ...
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ... ৭ ......

65

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নকলবাজদের প্রতিরোধে ইন্টারনেটে ওয়াচডগ

একাডেমিক চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে যারা জড়িত, তারা সাবধান। একটি নতুন ওয়েবসাইটে একগাদা রিসার্চ পেপার রয়েছে, যার সাহায্যে প্রফেসরদেররা নকল পেপার সনাক্ত করতে পারবে। কিছু ছাত্র আছে, যারা সনাতনী কায়দায় তাদের টার্ম পেপার তৈরি করে, অপরদিকে অনেক ছাত্র ইন্টারনেটে রাখা কোনো পেপার থেকে সরাসরি কপি করে, তারা নিজেদের কাজ বলে চালিয়ে দেয়।
কলেজ লেভেলের নকলবাজদের প্রতিহত করার জন্য বার্কলে-এর ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র একটি প্রোগ্রাম উদ্ভাবন করেছে। এই প্রোগ্রামটি একজন ছাত্রের জমাকৃত টার্ম-পেপার ওয়েবে রক্ষিত টার্ম-পেপারগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখে।

www.plagiarism.com-এর জন ব্যারি বলেন, শীর্ষ ২০টি সার্চ ইঞ্জিনের সাহায্যে আমরা একশত মিলিয়ন ওয়েবপেজ সার্চ করে থাকি। তিনি বলেন, একে আমরা আমাদের টার্ম-পেপার সংক্রান্ত লোকাল ডাটাবেজের সঙ্গেও তুলনা করি।

শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের পেপার ওয়েবসাইটে পাঠিয়ে দিতে পারেন। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই পেপারটির মৌলিকত্ব জানা সম্ভব। ব্যারি বলেন, আমরা প্রত্যেকটি বাক্যের কোড করেছি, ফলে ইন্টারনেট অথবা লোকাল ডাটাবেজে রক্ষিত টার্ম-পেপারের সঙ্গে প্রত্যেকটি বাক্যের প্রতিটি শব্দকে মিলিয়ে দেখা সম্ভব।

বার্কলে-এর ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজির প্রফেসর ডেভিড প্রেস্টি এই প্রোগ্রাম ব্যবহারের ঘোষণা দিয়েছেন। তারপরেও হয়তো অনেক ছাত্র অন্যের কপি করেই যাবে। প্রেস্টি বলেন: আমার এই প্রোগ্রামের সাহায্যে ৩০০টি পেপার পরীক্ষা করে দেখেছি, এর মধ্যে ৪৫টি অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ ছাত্র বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কনটেন্ট কপি করে পেপারে জুড়ে দিয়েছে।

প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ার ফলে, অনেক ছাত্রই ইন্টারনেট রিসার্চ ওয়াচডগকে স্বাগতঃ জানিয়েছে। এই ধরনের উদ্যোগের ফলে কপি প্রবণতা বন্ধ হবে বলে অনেক ছাত্র আশাবাদী।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট